যুগান্তর

তারিখ 8 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমসি কলেজের হোস্টেল পোড়ানোর তদন্ত প্রতিবেদন হিমাগারে

রেজওয়ান আহমদ, *সিলেট থেকে*

কথায় বলে যত গর্জে তত বর্ষে না। সিলেটের শত বছরের ঐতিহ্য এমসি কলেজ হোস্টেল পোড়ানোর ঘটনাও এমনটাই ঘটেছে। তিন মাসেও দুর্বৃত্তদের শাস্তি হয়নি বর্বর এ ঘটনার। অথচ অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ অনেকেই এ ঘটনার জন্য দায়ীদের কোনোভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে না বলে বক্তব্য দিয়েছিলেন ঘটনার পর পরই। তিন মাসের মাথায় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও পৃথক ৫টি মামলার তদন্ত চলে গেছে হিমাগারে। দুটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা হলেও তা জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়নি। এমসি কলেজের গঠিত তদন্ত কমিটির দায়িত্বশীলরা মিডিয়ার কাছে মুখ খোলায় এর মাশুল দিতে হয়েছে তাদের। জেলা প্রশাসনের গঠন করা তদন্ত কমিটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন প্রায় একমাস আগে। ওই প্রতিবেদন এখন আড়ালে রেখেছে জেলা প্রশাসন। এদিকে, মেট্রোপলিটন পুলিশের গঠন করা তদন্ত কমিটি এখনও প্রতিবেদন জমা দেয়নি। আগামী সপ্তাহে প্রতিবেদন জমা দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এসএমপির উপ-কমিশনার এজাজ আহমদ। গত ৮ জুলাই রাতে এমসি কলেজের ঐতিহ্যবাহী হোস্টেল পোড়ানোর পর ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটিকে বিতর্কিত করে তোলার অপচেষ্টা চলে প্রকাশ্যেই। ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তদের রক্ষা করতে গিয়ে শুরু হয় গোপন রাজনৈতিক [illegible]। ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তদের রক্ষায় ছাত্রশিবির ক্যাডারদেরও ছেড়ে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলে। আওয়ামী লীগের [illegible] হস্তক্ষেপে শেষপর্যন্ত তাই ঘটে। এর ফলে ছাত্রলীগ-শিবির দু'পক্ষই অনেকটা ছাড় পায় হামলা-মামলা থেকে। এখন ছাত্রলীগ-শিবিরের অভিযুক্তরা সবাই প্রকাশ্যে দাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ এসব দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে জমা দেয়া দুটি তদন্ত প্রতিবেদনে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, পুলিশ প্রশাসনের তদন্ত প্রতিবেদন আটকে রেখেছেন শাসক দলের কয়েক প্রভাবশালী। তদন্ত দলের [illegible] বিতর্ক সম্পন্ন করার লক্ষ্যেই তারা এই প্রতিবেদন আটকে রেখেছেন বলে জানা গেছে। এখন ছাত্রলীগের পাশাপাশি ছাত্রশিবিরকে ছেড়ে দিয়ে পুরো বিষয়টিকে অন্য খাতে প্রবাহিত করার বিষয়ে দর কষাকষি চলছে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের মধ্যে। বিএনপির একটি অংশ শাসক দলের এমন নীতিকৌশলকে [illegible] উল্লেখ করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার রয়েছে। অন্যদিকে জামায়াত চাচ্ছে না এই দুর্দিনে দলের ক্যাডাররা হামলা-মামলার ভয়ে পালিয়ে বেড়াক। তারা ছাত্রলীগের অপরাধের ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি না করে শিবিরের নেতাকর্মীদের এমসি ক্যাম্পাসে ফেরার দাবি তুলেছে শাসক দলের কাছে। এই শর্ত পূরণ হলে তারা এমসি হোস্টেলের অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে টুঁ শব্দটি করবে না। পরস্পরকে ছাড় দেয়া ও আড়ালের সমঝোতায় আওয়ামী লীগ রাজি হলেই এমসি হোস্টেল পোড়ানোর মামলা, তদন্ত পর্বে ইতি টানতে বলা হবে প্রশাসনকে। কিন্তু আওয়ামী লীগের কয়েক নেতা এতে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর কারণে এই সমঝোতা এখনও ঝুলে আছে। উল্লেখ্য, গত ৮ জুলাই ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষের পর ওই দিন রাতে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তরা। আগুনে পুড়ে যায় শতবছরের পুরনো এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের ৪২টি রুম। ঐতিহ্যবাহী এই হোস্টেল ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ, নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে দেশে বিদেশে। এমসি কলেজের হাজার হাজার সাবেক ছাত্রছাত্রীসহ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা সিলেটের সচেতন মানুষ ঐতিহ্যবিনাশী এ অপতৎপরতার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

দুটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা হলেও তা জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়নি